Society Language and Culture – A Multidisciplinary Peer-Reviewed Journal
January - March, 2023 I Third Year I Third Issue
A Unit of Society, Language and Culture Trust I **ISSN: 2583-0341**

“হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে” : হিমালয়ের হৃদয়-সন্ধান

অধ্যাপক শুভঙ্কর দাস

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

নববারাকপুর প্রফুল্লচন্দ্র মহাবিদ্যালয়

প্রস্তাবনা: ভারতীয় সংস্কৃতির পরতে পরতে জড়িয়ে আছে নগাধিরাজ হিমালয়ের অনিবার্য উত্তরাধিকার। কাজেই বাংলা সাহিত্যে স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন সংরূপে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সুতোর টানে উপস্থিত হিমালয়, বিশেষত ভ্রমণ সাহিত্যে। ভ্রমণসাহিত্য-সম্ভারের সোনালি পাতাগুলো ওল্টানোর সময় আমরা দেখি হিমালয়ের রহস্যময়তা, দুর্গমতা আর অপার সৌন্দর্য ভিড় করে আসে স্রষ্টার কলম চুঁইয়ে। সে ক্ষেত্রে পারিপার্শ্ব সমানুপাতিক হয় না বিরাট বিস্ময়ের সামনে, কিন্তু ‘হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে' রচনায় এই দুয়ের উপযুক্ত মেলবন্ধন ঘটাতে পেরেছেন লেখিকা নবনীতা। এই ভ্রমণপথে লেখিকার নির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্য না থাকা, শেষের অংশ বাদ দিলে গাম্ভীর্য সরিয়ে রেখে রচনাকে ভারশূন্য রাখা, দৃষ্টি মেলে রাখা চলমান ঘটনাপ্রবাহে, হালকা মেজাজ এবং কাহিনি জুড়ে কৌতুকের সুগন্ধি হলুদ রেণু ছড়িয়ে চলাই মনে হয় লেখিকার সাফল্যের চালিকাশক্তি। বৈঠকি মেজাজে ও গল্পের আলস্যে নবনীতা নিজের অনুভূতিগুলি অনুপ্রবিষ্ট করেছেন পাঠকের মননে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ : হিমালয়, উত্তরাখণ্ড, চার ধাম, সাধু, হিমবাহ।

নবনীতা দেবসেন (১৯৩৮-২০১৯) তাঁর ‘হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে' (১৯৮৫) হিমালয় তথা উত্তরাখণ্ডের চার ধাম ভ্রমণের রূপকথা শুনিয়েছেন পাঠককে। রম্য রচনার ঢঙে কৌতুকের একটা মিহি মোড়কে জড়িয়ে সমগ্র রচনাটিকে, যেন মনে হয়, মাসি-পিসির কাছে বসে আমরা কাহিনিটি শুনছি। প্রথমেই অযাচিত ভাগ্যের আনুকূল্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন লেখিকা। যদিও, তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী নন, তবুও ঈশ্বরের আশীর্বাদ সশ্রদ্ধ চিত্তে তুলে নিয়েছেন মাথায়। এই আরামদায়ক উত্তরাখণ্ড যাত্রাকে তিনি ভূতের রাজার বর, বা কল্পতরুর প্রসাদ বলে মনে করেন। যে অপরিচিত মানুষগুলি ভ্রমণ পথে পরিচিতির গণ্ডিতে আসবেন, তাদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হয়েছে ভূমিকা অংশে। লেখিকা পুণ্যার্থী নন, বা ভক্তির উদ্বেলিত তারল্য পাকদণ্ডী ভাঙতে উৎসাহিত করেনি তাঁকে। সৌন্দর্য তৃষ্ণা, দেশ ভ্রমণের আনন্দ আর মজ্জায় মিশে থাকা হিমালয়ের উত্তরাধিকার লেখিকাকে এই যাত্রায় উদ্দীপনার যোগান দিয়েছিল। বহুদর্শী লেখিকার পূর্ব আর পশ্চিম গোলার্ধে দেখা নানা স্থানের প্রাসঙ্গিক তুলনা উঠে এসেছে এই রচনায়।

শুধু ভ্রমণের আনন্দ নয়, আরো অনেকগুলি সমান্তরাল উপাদান খুঁজে পাই লেখিকার কলমে-- চলার পথে ছোট ছোট মজা বা কৌতুক, পরিচিত বা অপরিচিত মানুষের আনুকূল্য, ধর্মীয় স্থানে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার অভাব, অঞ্চল ভেদে মানুষের

Society Language and Culture

বৈশিষ্ট্য, জাতপাতের সংকীর্ণতা, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, একাকিত্বের বোধ, হিমালয়ের অপার সৌন্দর্য ইত্যাদি ভিড় করে এসেছে লেখিকার পর্যবেক্ষণে।

লেখিকা কাহিনি বয়নে নতুনত্ব দেখিয়েছেন-- সমগ্র ভ্রমণকাহিনিটিকে দুটি পর্বে বিভক্ত করেছেন তিনি। এক্ষেত্রে জলবিভাজিকার কাজ করেছে এক সন্ন্যাসীর (শিব খ্রীষ্টস্বামী) লেখা একটি চিঠি। আগেই বলা হয়েছে, এই চলার পথে কিছু মানুষের সঙ্গে লেখিকার পরিচয় হবে, তাদের কথা ভূমিকা অংশে খানিকটা ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখিকা। অন্যদিকে, কাহিনি বয়নের বাঁকে বাঁকে অসংখ্য উপ-শিরোনাম ব্যবহার করেছেন লেখিকা-- যেমন চলো দিল্লী, কাহারে হেরিলাম, হনুমান চটি, ভৈরব ঘাঁটি ইত্যাদি। যদি এই উপ-শিরোনামগুলিকে একত্রিত করা যায় তাহলে লেখিকার ভ্রমণ-পথের একটি ধারণা আমরা অবশ্যই করতে পারি। তাতে যদিও সামগ্রিকতার আস্বাদ থাকবে না, তবুও আংশিক একটা ধারণা পাঠকের মনে অবশ্যই জন্মাবে-- এই ব্যাপারটিকে বলে শূন্য কথনরীতি। এই শূন্য কথনরীতির সুবিন্যস্ত উদাহরণ আমরা পাই সতীনাথ ভাদুড়ির ‘ঢোঁড়াই চরিত মানস' গ্রন্থে।

নগাধিরাজ হিমালয় মিশে আছে নবনীতার অস্তিত্ব আর চেতনায়। হয়ত তাই হৃষিকেশের প্রাক্তন সান্বিধ্য তাঁকে স্মৃতিমেদুর করে। তাঁর উপলব্ধি-- তুষার-ধবল আল্পস দুর্গমের হাতছানি দিয়ে ডাকে, কিন্তু দুর্গমতার পাশাপাশি হিমালয়ের আছে আধ্যাত্মিক পলল-সঞ্চয়, ধ্যান-গম্ভীর প্রশান্তি আর গহনের রহস্যময়তা। তাই তেঞ্জিং বা হিলারির পা শিখর স্পর্শ করলেও হিমালয় অপরাজেয়! হিমালয়কে অনুভব করতে হয়-- তাকে দেখা যায় না, নিজেই সে ধরা দেয় ভাগ্যবানের কাছে! লেখিকার মতে, অনুভূতিগম্যতাই হিমালয়ের অন্দরমহলে প্রবেশের চাবিকাঠি! আমরা দেখি, প্রথম পর্বের হাল্কা মেজাজ দ্বিতীয় পর্বের শেষের দিকে গম্ভীর হতে হতে আত্ম-সমীক্ষা আর আত্মোপলব্ধির সোপান পেরিয়ে দার্শনিকতার সীমানা ছুঁয়েছে।

চলার পথে মৃত্যুর নীল ছায়া বার বার সুর কেটেছে আনন্দময় যাত্রার-- যমুনোত্রীর পথে সহযাত্রিনী পাঞ্জাবী বৃদ্ধার সহিসসহ মৃত্যু, না দেখা এক কিশোরীর মৃত্যু, আবার গঙ্গোত্রীর পথে কলেরায় এক মধ্যবয়সী মানুষের মৃত্যু বাতাস ভারী করে তোলে। মনের কোণে উঁকি দেয় ‘কালকূট' অর্থাৎ সমরেশ বসুর ‘অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' উপন্যাসের অনুষঙ্গ-- মোকামা ষ্টেশনে রেখে যাওয়া হল, যক্ষ্মায় আক্রান্ত প্রথম তীর্থ-যাত্রীর মৃতদেহ। কথকের মনে বিষাদ ছড়িয়ে পড়লেও গতির ডানায় ভর করে ট্রেন এগিয়ে চলল বৃহত্তর পুণ্যার্থীদের নিয়ে!

সহজভাবে এই মৃত্যুকে মেনে নেওয়াটা কখনোই দার্শনিক নির্লিপ্তি বলে মনে করেন না নবনীতা। বরং, ধর্মের মৌতাত আর পর-পারের পারাণির সঞ্চয় যে এই বিয়োগান্তক ঘটনাগুলির চালিকাশক্তি এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। যমুনোত্রীতে গিয়ে লেখিকার মনে হয়েছে, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য আছে ধর্মের ক্ষেত্রে-- পর্বতের সুন্দর

Society Language and Culture

স্থানকে পশ্চিমে গড়ে তোলা হয় শৈল-শহর করে, সেখানে থাকে সুচারু আরাম আর বিনোদনের ব্যবস্থা। ফলে ঐহিক সুখকে অস্বীকার করে নয়, বরং অঙ্গীকার করেই পা বাড়ায় তারা পারমার্থিক পথে, তাই মসৃণ হয় পথ, থাকে চলার আনন্দ। কিন্তু এ দেশের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন-- এখানে সুন্দর এই স্থানগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেবতাকে উপলক্ষ করে নিবেদন করা হয় পারমাত্মিক আচার-বিচার সর্বস্বতায় ফলে কৃচ্ছ-সাধনই হয় একমাত্র অবলম্বন আর দোসর হয় সরকারী অবহেলা!

হিমালয়ের পথে পুণ্যার্থী নর-নারীর মনোরম বর্ণনা পাই এই লেখায়-- পোশাক, অলঙ্কার, চলার ভঙ্গি, পথশ্রমের ক্লান্তি, সহনশীল মানসিকতা ধরা আছে লেখিকার মনের ক্যানভাসে। বন্ধুর এই পথে ডাণ্ডি, কাণ্ডি আর খচ্চর যে পরিবহনের সিংহভাগ, তাও জানাতে ভোলেননি তিনি। তাছাড়া আছে পায়ে হাঁটা। অবশ্য, বদ্রীনাথে মোটর, বা পয়সাওয়ালা মানুষের জন্য হেলিকপ্টারের ব্যবস্থাও আছে। এই ভ্রমণ কাহিনিটি পড়ার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে, যে অঞ্চলকে আজ আমরা উত্তরাখন্ড রাজ্য নামে চিনি, ১৯৮৫ সালেও তার নির্দিষ্ট একটি রাজ্যের ভৌগোলিক পরিচিতি হয়নি।উত্তর দিকের ভূ-খণ্ডের অংশ হিসেবে লেখিকা উত্তরাখণ্ড নামটি উল্লেখ করেছেন। কারণ, এই ভ্রমণ-কাহিনিটিতে হিমাচলপ্রদেশের অনেক কথা আছে - সুন্দরলাল বহুগুণার সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা শিক্ষাগত সংস্কারের কথা রয়েছে। চিপকো আন্দোলনের কথা আছে, যা রাজ্যের সীমায় বাঁধা যায় না।

বহুতলিক হীরের বিভিন্ন তল থেকে যেমন আলোর বিচ্ছুরণ হয়, তেমনি লেখিকার বিভিন্ন অনুভূতির খোঁজ আমরা পাই এই রচনায়। নানা বিষয় তাই এসেছে যা আপাতভাবে এই ভ্রমণের সঙ্গে যুক্ত নয়। উদারচেতা হয়েও লেখিকা মধ্যবিত্ত সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হতে পারেননি-- কোন কথার জাল না বুনে তিনি তা স্বীকার করেছেন। নওগ্রামের দরিদ্র তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে লেখিকার আচরণই তার প্রমাণ দেয়। হনুমান চটিতে নিজেদের থাকার ঘরে সামান্যতম আশ্রয় দিয়েছেন এই গরীব নরনারীগুলিকে, বিছানা বা কম্বলের ভাগ কিন্তু দেননি। যে খাদ্য নিজেরা মুখে দিতে পারেননি, সেটুকু খাদ্যই জুটেছে এই দরিদ্র মানুষগুলির ভাগ্যে। যাওয়ার সময় দরিদ্র মানুষগুলির অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা ও আশীর্বাদ লেখিকাকে নিজের কাছেই অনেক ছোট করে দেয়।

তুষারমৌলী হিমালয়ের বিরাটত্বের সামনে নবনীতার অসহায়ত্ব ও ক্ষুদ্রতা বড় প্রকট হয়ে ওঠে-- যা তাঁর স্বেচ্ছাকৃত নয়, বরং তাকে আমরা মধ্যবিত্ত সীমাবদ্ধতা বা অসহায়তা বলতে পারি। রুদ্রপ্রয়াগে কর্মপ্রার্থী চন্দন সিংকে লেখিকা দিতে পারেননি কাজ বা দেখাতে পারেননি বাইরের পৃথিবীর রঙিন স্বপ্ন। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় মানাগ্রামে ১৫-১৬ বছরের একটি সরল-অসহায় তিব্বতী কিশোরের ক্ষেত্রে। গাড়োয়ালী, জাঠ প্রভৃতি জাতির পারস্পরিক বিদ্বেষ ও অবজ্ঞা খেয়াল করেছেন লেখিকা চলার পথে। অন্য দিকে, রাজস্থানী, পাঞ্জাবি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের খুঁটিনাটি বিশেষত্ব লক্ষ করেছেন লেখিকা।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পায়ে হাঁটা সাধুর দল মুগ্ধ করেছে নবনীতাকে। তিনিও মনে মনে তাদেরই সহযাত্রী। হয়তো, যে বিলাসবহুল যাত্রা আজ তিনি করছেন, এর চেয়ে অনেক ভালো হত যদি তিনি হিমালয়ের এই মনোরম পথে ওই সাধুদের মত বন্ধনহীন ছন্দে ঘুরতে পারতেন!জয়পুরের ভূত-ভবিষ্যৎ জানা নির্লোভ মানসিকতার সাধু মুগ্ধ করেছে লেখিকাকে। তবে তিনি সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ হয়েছেন গঙ্গোত্রীতে এক শ্বেতাঙ্গ সন্ন্যাসী (শিব খ্রীষ্টস্বামী)-র ব্যক্তিত্বে। তাঁর সহজ-সরল বিশ্বাস, দরিদ্র মানুষ ও শিশুদের প্রতি মমত্ববোধ, সর্বোপরি হিমালয়ের প্রতি অনিবার্য আকর্ষণ-বোধ বিস্মিত করে নবনীতাকে।

এই শ্বেতাঙ্গ সন্ন্যাসী, লেখিকার কেদারনাথ যাত্রার অনীহা দূর করেন। অসম্পূর্ণতার অতৃপ্তি দিয়ে যাতে এই ভ্রমণ-পথের শেষ না হয়, এটুকুই সাধুর কাম্য! তাছাড়া, বিরাটত্বের সামনে মানুষের আত্মাভিমান যে নিস্ফলা ও অসার, এই ভাবনা তিনি বপন করতে পেরেছেন লেখিকার মনে। তিনি জানান, ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোই আসল, পন্থাটা গৌণ। ক্ষণে ক্ষণে হিমালয়ের আকাশের মত রঙ বদলেছে নবনীতার মন, মানসিকতা আর মেজাজ। কখনো আমরা দেখি বয়সের গাম্ভীর্য খসিয়ে তিনি পা ডোবান ঝর্ণার জলে, কিশোরীর উচ্ছলতায়! আত্মহারা হয়ে পড়েন বরফ-নদী আর হিম-গুহা দেখে! আবার দেখি, তিনি পংক্তিভোজনে বসেন ভিখারিদের সঙ্গে বদ্রিনাথে।

হাল্কা রসিকতার মাঝেই উঁকি দেয় তাঁর সুবিবেচক শিক্ষকসত্তা-- তখন পথের অব্যবস্থা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অশিক্ষা, দারিদ্র্য, গাড়োয়ালী ও জাঠ সম্প্রদায়ের পারস্পরিক বিদ্বেষ ব্যথিত করে তাঁকে। প্রাসঙ্গিক শিখ-দাঙ্গার বিষয়ে কোনো পক্ষকেই সমর্থন করতে পারেননি তিনি। তাঁর বিশ্বাস : হিংসা আর রক্তপাত দিয়ে সমাধানের পথ প্রশস্ত হতে পারে না। তাছাড়া, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যে স্বজনহননের অঙ্কুর পেয়েছিলাম আমরা, তা আজ মহীরুহ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে গোটা দেশে এবং সীমানা ছাড়িয়ে। আসাম, পাঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ, শ্রীলঙ্কা তারই দগদগে স্মৃতি বহন করে চলেছে।

হিমালয়ের পথে মনন, দার্শনিকতা আর আত্মোপলব্ধির মিশ্রণ একটা অনুভূতি জাগায় লেখিকার মনে। হিমালয় ভুলিয়ে দেয় একাকিত্বের যন্ত্রণা, তাই অপরিচিত মানুষেরা ভিড় করে আসে তাঁর চলার পথে ছোট ছোট বৃত্ত রচনা করে। মেসোমশাই, কাকাবাবু, সুরথ সিং, দেওঘরের সন্ন্যাসীরা হয়ে পড়েন আপনজন, ঘরের লোক। আবার হিমালয় বিরাটত্ব দিয়ে একা করে দেয় লেখিকাকে-- মনের গভীরে চলে প্রত্নখনন। মা, দিদি বা স্ত্রীর পরিচিতির গণ্ডি ছাড়িয়ে নবনীতা না হয়ে উঠতে পারার বেদনা ঘনিয়ে ওঠে লেখিকার মনে। হয়ত এই মানসিক একাকিত্বই হিমালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্তির সোপান!

তিনি ধর্মপ্রাণ নন, কিন্তু ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার তাঁকে আকৃষ্ট করেছে পৌরাণিক অনুষঙ্গের দিকে-- ভৈরব ঘাঁটিতে রাতের আকাশে পাহাড় চূড়ায় জ্যোৎস্না আর কুয়াশার আলো-আঁধারির খেলা দেখে মনে হয়েছে শিবের মাথার জটার কথা।

Society Language and Culture

ব্যাসগুহা ভীম-পুল ইত্যাদি দেখে মনে উঁকি দিয়েছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আর কৌরব-পাণ্ডব প্রসঙ্গ। ব্রহ্মশিলায় পিণ্ড দানের সময় যেমন লেখিকার মনে ছিল পুরা-কথার রেস, তেমনই ছিল এই রীতির সপক্ষে তাঁর মনন-গ্রাহ্য যুক্তিনিষ্ঠতা। নাম না জানা পাহাড়ী ফুলের মাদকতার মধ্যে চলার পথে নবনীতা কুড়িয়ে নিয়েছেন এক-একটি সৌন্দর্যের আকর। চলার পথে অভিজ্ঞতার অসংখ্য সোনালি কুঁচি তিনি তুলে নিয়েছেন আঁচল ভরে, আর হৃদয়ের জারক রসে জারিত করে উপহার দিয়েছেন পাঠককে। তবু, ফুরায় না চোখ আর মনের অতল তৃষ্ণা-- নীল জ্যোৎস্নায় তুষার-চূড়ার সামনে নির্বাক নবনীতা প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি আবার ফিরে আসবেন সৌন্দর্য, বিরাটত্ব আর ঐতিহ্যের শেকড়ের টানে হিমালয়ের কাছে।

আকর গ্রন্থ :

১. 'হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে' : নবনীতা দেবসেন, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, নভেম্বর ১৯৮৫

২. 'ভ্রমণ সমগ্র' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) : নবনীতা দেবসেন, দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০১৯

সহায়ক গ্রন্থ :

১. 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী', ভূমিকা ও প্রাসঙ্গিক তথ্যপঞ্জি : জ্যোতির্ময় সেন, অলকানন্দা পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০১২

২. 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' : ভগিনী নিবেদিতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ৩৪ তম পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৪২৫

৩. 'বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের রূপ ও রূপান্তর' : বনানী চক্রবর্তী, রত্নাবলী, জানুয়ারি ২০১৩

৪. অবধূত শতবার্ষিকী সংকলন, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭

৫. 'দেবতাত্মা হিমালয়' : প্রবোধকুমার সান্যাল, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৪২৬

৬. 'হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে : ভারতাত্মার সন্ধান' : ড. জহর এ. মণ্ডল, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, এপ্রিল ২০২২

সহায়ক পত্রিকা :

১. 'অহর্নিশ', নবনীতা দেবসেন সংখ্যা, ২০১৩

২. 'কাল কথা', নবনীতা দেবসেন সম্মাননা সংখ্যা, ২০১৮

Society Language and Culture